মেহেরপুরে গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ মিনারুল ইসলাম মিনা নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে অভিযান চালিয়ে মিনারুল ইসলাম মিন কে গ্রেপ্তার করা হয়। মিনা একই গ্রামের জমশের আলীর ছেলে।

জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে, উপ-পরিদর্শক খসরু আল মামুনসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর সদস্যরা বুড়িপোতা গ্রামের মিনারুল ইসলাম মিনার বাড়িতে অভিযান চালায়।

এ সময় তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার বাড়ি থেকে ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ (১) সারণির ১৯ (ক) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় লিটন চানাচুরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নোংরা পরিবেশ ও অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় প্যাকেটজাত চানাচুর তৈরির অপরাধে লিটন চানাচুর ফ্যাক্টরি মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ।

মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে বেলগাছির ফরিদপুর বাজারে অবস্থিত মেসার্স লিটন চানাচুর মালিককে এ জরিমানা করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামে অবস্থিত মেসার্স লিটন চানাচুর ফ্যাক্টরি। এ ফ্যাক্টরি বিএসটিআই

কর্তৃক অনুমোদিত। গত কয়েক যুগ ধরে এ ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন প্যাকেটে ছোট-বড় চানাচুর তৈরি করা হয়।

লিটন চানাচুর আলমডাঙ্গা উপজেলাসহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুখরুচি খাদ্য হিসাবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। এ সুযোগে মেসার্স লিটন চানাচুর ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে নোংরা পরিবেশ ও অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় প্যাকেটজাত করে আসছে।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে গত ২০২০ সালে ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা করে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আবারো গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে নোংরা পরিবেশ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অপরাধে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড! ১ জনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় সাব রেজিস্ট্রার নূর মোহাম্মদ শাহ হত্যা মামলায় ৪ আসামির মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে রায় পড়ে শোনান অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক (প্রথম আদালত) তাজুল ইসলাম।এ সময় ৫ আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- সাইদুল ইসলাম, ফারুক হোসেন, কামাল শেখ ওরফে কামাল হোসেন, মশিউল আলম ওরফে বাবুল ওরফে বাবলু। মনোয়ার হোসেন ওরফে ডাবলুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্র জানিয়েছে, কুষ্টিয়া সদর সাব-রেজিস্ট্রার নূর মোহাম্মদ শাহকে ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর রাতে কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার বাবর আলী গেটের ভাড়া বাসায় গিয়ে দণ্ডপ্রাপ্তরা

কুপিয়ে হত্যা করে। তার ক্ষতবিক্ষত লাশ রান্নাঘর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় পরদিন নিহতের ভাই কামরুজ্জামান শাহ বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামি করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা করেন।

পরে ২০১৯ সালেল ১৮ জানুয়ারি মডেল থানা পুলিশ তদন্ত করে ৫ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেয়। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত আজ এ রায় দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অনুপ কুমার নন্দী জানান, মামলাটি আলোচিত ছিল। পুলিশ তদন্ত করে ৫ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেয়। আসামিরাও তাদের দোষ স্বীকার করে। সবদিক বিবেচনা করে আদালতের বিচারক রায় দিয়েছেন। এতে ন্যায় বিচার পেয়েছে সাব-রেজিস্ট্রার নূর মোহাম্মদের পরিবার।

মেহেরপুরের ছাত্রলীগ হবে সবচেয়ে আদর্শিক ছাত্রলীগ” জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, রাজনীতির প্রথম সোপান হচ্ছে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ আমাদের জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন। ছাত্রলীগের যে স্লোগান শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি সেই শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

আর শিক্ষা অর্জনের মধ্যদিয়ে শান্তি আসবে। আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো। আমরা আমাদের মেধা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস দিয়ে গরীব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবো। ছাত্রলীগ লেখাপড়া করবে, তৈরী করবে আগামীর ভবিষ্যত।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের ছাত্রলীগ হবে সবচেয়ে আদর্শিক ছাত্রলীগ। আর ছাত্রলীগ হচ্ছে একটি ট্রেনিং সেন্টার, ছাত্রলীগের আদর্শ হবে দেশ গড়ার আদর্শ। তোমরা মানুষকে ভালোবাস, মানুষ তোমাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগ তৈরী করেছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের একজন নেতা ছিলেন এবং সেই নেতাই একদিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাই পরিণত হয়েছিলেন। আমাদের ভাবতে হবে এই সংগঠন আমাদের জাতির পিতার সংগঠন। আজ যারা ছাত্রলীগে আছেন একটা সময়ে তারাই এই আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেবে, দেশের নেতৃত্ব দেবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন। মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিনের সঞ্চালনায় কর্মী সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

কর্মীসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, উপজেলা সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইন বাইজিদ, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী সহ জেলা এবং উপজেলার ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাতিজিকে নিয়োগ দিতে সভাপতির কুটকৌশল!

নিজের ভাতিজিকে আয়া পদে নিয়োগ দিতে নানা ফন্দি এটেছেন গাংনীর রামকৃষ্ণপুর পুর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য ইলিয়িাস হোসেন। একটি অপ্রচলিত স্থানীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই পত্রিকা নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন তিনি। এব্যাপারে সভাপতি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন বলে এলাকায় নানা সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সকলকে নিয়োগে

আবেদন করার সুযোগ পেতে নিয়োগ পক্রিয়া বন্ধের দাবী এলাকাবসীর।

জানাগেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সৃষ্ট আয়া পদে নিয়োগ সংক্রান্ত গত ১৮/৮/২০২১ ইং তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকে এবং কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত একটি স্থানীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন গ্রহনের শেষ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছিল। উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি গোপন রাখেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন। এলাকার অনেকেই হণ্যে হয়ে খুঁজেও মেলাতে পারেনি প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি। সভাপতি ইলিয়াস হোসেন তার ভাতিজি লাবনি খাতুন কে আয়া পদে নিয়োগ দেবার জন্য এমন কুটকৌশল আঁটেন। এজন্য স্থানীয় বসতি সুমনের স্ত্রী ফাতেমা খাতুন, নুরুল ইসলামের মেয়ে শান্তি খাতুনকেও আবেদন করান।

মোট তিনটি আবেদন জমা পড়ে সভাপতির কাছে। অন্যরা আবেদন করতে চাইলে তাদের সাথে মোটা অংকের টাকার দাবী করেন বলে জানান অবেদনিচ্ছুক অনেকেই। সভাপতি ইলিয়াস হোসেন মোটা অংকের টাকা দাবী করায় অন্য কেউ আবেদন করতে পারেনি। আবেদনিচ্ছুক এক নারী নাম প্রকাশ না করার অনুরোধে জানান, আমি আবেদন করার জন্য কয়েকবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চেয়েছি,বার বার বিদ্যালয়ে গিয়েও মেলাতে পারিনি। পরে আমার সাথে ৪ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছিল। টাকা না থাকয় আবেদন করতে পারিনি। স্থানীয়দের অভিযোগ বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডেও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গানো হয়নি। সভাপতির আত্নীয়কে নিয়োগ না দেবার দাবীসহ নিয়োগ পক্রিয়া বন্ধের দাবী জানান এলাকাবাসী।

নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদেরও সাথে কথা বল্লে তাদেরকেও জানানো হয়নি বলেও জানান অন্য শিক্ষকরা। পরে বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়েও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত কোনো নোটিশ বিদ্যালয় আঙ্গিনায় পাওয়া যায়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের সাথে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কোনো কিছুই জানিনা। সবই সভাপতি বলতে পারবেন । আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। আপনাদের যা বলার আর তথ্য নেবার তা বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির সাথে কথা বলতে বলেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন বলেন, আমার ভাইয়ের মেয়ে আয়া পদে আবেদন করেছে। সে সহ আরো দুজন আবেদন করেছে।

মোট তিনটি আবেদন এসেছে আমার কাছে। তবে এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। তাছাড়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল বিদ্যালয়ের দপ্তরিকে। এর বেশি কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি।
গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার বলেন, আমি এর কিছুই না। আমি নিয়োগ বোর্ডের একজন সদস্য মাত্র।

সিও’র পক্ষ থেকে হরিণাকুন্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান কে সম্মাননা প্রদান

সামাজিক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রাখায় হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন কে সম্মাননা প্রদান করেন বেসকারী সংস্থা সিও।
রোববার বিকালে ঝিনাইদহের ড্রীম ভ্যালী পার্ক এন্ড রিসোর্টে সিও’র আয়োজনে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। সিও’র নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল আলম এর সভাপতিত্বে¡ সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম।
এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার, জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্ক এন্ড রিসোট এর স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেনসহ সিও সংস্থায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।
এ সময় বক্তাগণ মাদকের ভয়াবহতা ও বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা করেন এবং মাদকের কুফল সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রকল্যাণ পরিষদের উদ্যেগে বৃক্ষরোপণ

গাছে গাছে সবুজ দেশ,আমার সোনার বাংলাদেশ এই শ্লোগানকে সামনে রেখেই কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতাধিক ফলজ,বনজ, ঔষাধি বৃক্ষ রোপণ ও বিতরণ করা হয় । প্রকৃতি আল্লাহর দান, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা আমাদের দায়িত্ব। পরিবেশ ও প্রতিবেশের অন্যতম নিয়ামক হলো উদ্ভিদ ও গাছপালা। গাছগাছালি, বৃক্ষতরু ও লতাগুল্ম থেকেই আসে আমাদের জীবনধারণ ও জীবন রক্ষার সব উপকরণ।

গ্রামের মানুষকে বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানায় এবং তাদেরকে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করে।উন্নত জাতের গাছের চারা সংগ্রহের জন্য জনগণকে পরামর্শ দেয়।এ সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রকল্যাণ পরিষদের পরিচালক রাহিদুজ্জামানের নিতৃত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্তিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আদনান, যুগ্ম সম্পাদক আদনান কাদির পিয়াল, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বাদশা খান, প্রচার সম্পাদক সুরুজ আলি,মো. ডন সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ। বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি দায়িত্ব পালন করে।
ইউনিয়ন পরিষদ সার্বিকভাবে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ,বিশেষ করে জনপথ, জনসাধারণের রাস্তা এবং জনসমাগমের জায়গায় বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ করে।

আলমডাঙ্গায় অফিসার্স ক্লাবে আয়োজনে ওসিকে বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা অফিসার্স ওয়ের ফেয়ার ক্লাবের আয়োজনে অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীরের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল ৪টার সময় উপজেলা পরিষদের হল রুমে বিদায় সংবর্দনা দেওয়া হয়। তাকে

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা (ডিএসবি) তে বদলী করা হয়েছে।

নতুন অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করবেন জীবন নগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম ।

দীর্ঘ প্রায় ১৮ মাসে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা(ডিএসবি)তে বদলি করা হয়েছে।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, বিদায়ী অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ সাঈদ, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহিল কাফি।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানার উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন সমবায় অফিসার মুজিবুর রহমান, আলমডাঙ্গার আবাসিক প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী হাসিবুজ্জামান, সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল হোসেন, মৎস্য সম্প্রসারন কর্মকর্তা আব্দুল মালেক প্রমুখ।

দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হলেন সাংবাদিক বাদল

দ্বিতীয় বারের মত সন্তানের বাবা হলেন সাংবাদিক দর্শনা আজিমপুরের আফজালুল হক বাদল। সোমবার সকাল ১০ টায় দর্শনার একটি ক্লিনিকে সিজারিয়ানের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

এ সন্তানের জন্ম হওয়ায় দ্বিতীয় বারের মত দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের বাবা হলেন চ্যানেল এস এর জেলা প্রতিনিধি এবং মেহেরপুর প্রতিদিন

প্রত্রিকার দর্শনা প্রতিনিধি সাংবাদিক আফজালুল হক বাদল।

বাদল জানায়, তার নবজাতক কন্যা ও স্ত্রী মিতুয়ারা আল্লাহর রহমতে দু’জনেই সুস্থ আছেন।

তিনি পরিবারের নতুন অতিথি এবং পরিবারের সকলের জন্য দোয়া চেয়েছেন।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক কে গার্ড অফ অনার প্রদান শেষে দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক কে গার্ড অব অনার প্রদান শেষে দাফন করা হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে ৯ টার সময় আনন্দবাস দক্ষিনপাড়া খেলার মাঠে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

এর আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম , বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন ও আব্দুর রব উপস্থিত ছিলেন।

গার্ড অব অনারের সময় উপস্থিত কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক এর মরদেহ জতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদন করে সন্মান প্রদর্শন করেন। পরে পুলিশের একটি চৌকষ দল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করেন। গার্ড অব অনার শেষে আনন্দবাস দক্ষিন পাড়া কবস্থানে তার লাশ দাফনের করা হয়।

উল্লেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক (৬৮)

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। সোমবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে বার্ধক্যজনিত কারনে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীন মালিথা মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের মৃত,খটায় মল্লিক এর ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি ৪ সন্তানসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।